Journal of Business, Society and Science
Volume-6, October 2018, ISSN: 2072-5701

ইসলামি ব্যাংকিং: কল্যাণমুখী আর্থিক ধারা

Fazly Ealahi Mamun*

সারসংক্ষেপ

ইসলামি ব্যাংকিং-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মধারা ব্যাপকভাবে জনগণের কল্যাণে নিবেদিত। এ ব্যবস্থা গুটিকয়েক মানুষের লোভের (GREED) চাহিদা পূরণের জন্য লাভকে সব কিছুর ওপর প্রাধান্য না দিয়ে সমাজের সকল মানুষের মৌলিক চাহিদা (NEED) পূরণকে অগ্রাধিকার দেয়। এভাবে আর্থ-সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামি ব্যাংক কাজ করে।

এ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থ নয়, সামাজিক কল্যাণের আদর্শই মূল চালিকাশক্তি। নৈতিক মূল্যবোধের বিধান অনুসরণ করে সামাজিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন করা এ ব্যবস্থার অন্যতম কর্মকৌশল। অংশীদারিত্বমূলক পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে মানবসম্মত কার্যক্রম পরিচালনা ইসলামি ব্যাংকিং-এর বৈশিষ্ট্য। বঞ্চিত ও অভাবী মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের কারণ দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইসলামি ব্যাংকের কর্মকৌশলের অন্তর্ভুক্ত। শুধু সম্পদ উৎপাদন নয়, উৎপাদিত পণ্যের বণ্টনে সর্বজনীন কল্যাণের আদর্শ অনুসরণ ও গ্রাহকদের সাথে দাতা গ্রহীতার বদলে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক স্থাপন ইসলামি ব্যাংকিং-এ প্রাণশক্তি রূপে কাজ করে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ইসলামি ব্যাংকের কল্যাণমুখী ধারা সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূলশব্দ: *ইসলামি ব্যাংকিং, মানবকল্যাণ, সামাজিক উন্নয়ন।*

Abstract

The aims, objectives, policies and programs of Islamic banking are widely dedicated to the welfare of people. This arrangement gives priority to fulfil the basic needs of all the people of a society by not giving priority to the greed (to everything to meet) of few people. In this way Islamic Bank is working to establish socio-economic justice.

In this banking system it is not the individual interest, the role of social welfare is the main motive force. Following the provision of moral values, coordination of economic development with social development is one of the strategies of this system. The features of Islamic banking are managed by partnership with mutual cooperation. Serving the deprived and needy people, erasing the causes of inflation and unemployment, and creating employment opportunities are the purposes of Islamic banking system. Not only the production of wealth, but also the maintenance of partnership relationship among the customers in the distribution of product work as vital force in Islamic banking. In this article, attempts have been made to highlight the welfare oriented sections of Islamic Bank.

ভূমিকা

ইসলামি অর্থনীতির লক্ষ্য কল্যাণমূলক সমাজ। সে সমাজে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ন্যায়, সমতা ও স্বাধীনতার জন্য কাজ করবে। ইসলামি ব্যাংক ইসলামি অর্থনীতির এই উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করে। এভাবে অর্থনৈতিক কল্যাণ, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সুবিচার নিশ্চিত হয়।

* Lecturer, Department of Islamic Studies, Leading University, Sylhet, Bangladesh.
Email: felahimamun@gmail.com

মানুষ আল্লাহর নিয়ম মেনে উৎপাদন ও বণ্টন করলে জীবন সহজ ও সুন্দর হবে। মানুষের কষ্ট-যাতনা দূর হবে। এ ক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা হলো লোভ। এ লোভ বা GREED-কে দমন করতে হবে। প্রকৃত চাহিদা বা NEED-কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এভাবে সম্পদ উৎপাদন, ভোগ ও ব্যবহার করলে সম্পদের যোগান ও চাহিদার টানাপোড়েন দূর হবে। এই নীতি মেনে ইসলামি ব্যাংক সম্পদের বৈধতা, পবিত্রতা, নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করবে। মানুষের আর্থিক জীবন সহজ ও সুন্দর করতে ইসলামি ব্যাংক প্রকৃত প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেবা ও পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন করবে। এর ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সকল মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। অর্থনীতি গতিশীল হবে।

মানুষ আল্লাহর বান্দা ও খলিফারূপে আল্লাহর বিধান মেনে সম্পদ অর্জন ও ব্যবহার করবে। ফলে অর্থনৈতিক আচরণে 'আদল' বা ন্যায়বিচার কায়েম হবে। 'ইহসান' বা দয়া প্রতিষ্ঠিত হবে। এর ফলে অর্থনীতিতে 'মারুফ' বা কল্যাণ নিশ্চিত হবে। মানুষ অসঙ্গত বোঝা-বন্ধন বা 'মুনকার' থেকে মুক্ত হবে। সকল মানুষের প্রকৃত চাহিদা পূরণ হবে। মানুষের সকল কাজে কল্যাণ বাড়বে। অকল্যাণ দূর হবে।

ইসলামি ব্যাংকিং

ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা কাঠামোগত দিক থেকে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার মতো মনে হলেও আদর্শ ও মূল্যবোধের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি সুদমুক্ত শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলা যার মাধ্যমে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে জুলুম ও নিপীড়নমুক্ত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো গড়ে ওঠে। জনগণের দুঃখদুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে সমাজের কল্যাণ সুনিশ্চিত করার জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করার জন্য এবং শোষণমুক্ত ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। (ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, ২০১৪, ৩৭০) এ ব্যাংক সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে শরিয়ার আলোকে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করে থাকে। শুধু মুনাফা অর্জনই লক্ষ্য থাকে না বরং শরিয়ার পরিপালনসহ জনগণের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়। জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনীতিতে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে। দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে কর্জে হাসানা (লাভমুক্ত ঋণ) প্রদান করে। (মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, ২০১৫, ২৬)

ইসলামি ব্যাংক হচ্ছে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে ইসলামিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে।

Islamic Bank is a financial institution that operates with objective of implementing the economic and final principles of Islam in the banking arena. (ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, ২০১৪,৩৬৭)

ইসলামি ব্যাংকিং সম্পদ আবর্তনের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যাপারে আল কুরআনে বলা হয়েছে,

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

'সম্পদ যেন শুধু তোমাদের ধনীদের মাঝে আবর্তিত না হয়। (আল-কুরআন, ৫৯:৭) । এ নীতি মেনে ইসলামি ব্যাংক উৎপাদন বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার সাথে সাথে উৎপাদিত পণ্যের সামাজিক বণ্টনের নীতিকে গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ সম্পদ উৎপাদনই লক্ষ্য বা শেষ কথা নয়। কী ধরনের সম্পদ কার জন্য উৎপাদন করা হবে এবং সে উৎপাদিত সম্পদ কীভাবে বেশি উপকারভোগীর কাছে পৌঁছানো হবে এটি ইসলামি ব্যাংকিং এর গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার।

১৯৭৮ সালে ওআইসি প্রণীত ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞায়ও কল্যাণের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে: "ইসলামি ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার মৌলিক বিধান ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামি শরিয়ার নীতিমালা মেনে চলবে এবং কর্মকাণ্ডের সকল পর্যায়ে সুদকে বর্জন করবে।" (Definition by the general secretariat of the Organization of Islamic Conference accepted in the Foreign Ministers conference held in Dakar in 1978.) । এই সংজ্ঞার দুটি দিক: এক. কল্যাণ আহরণ, দুই. সুদসহ যাবতীয় অকল্যাণ দূরীকরণ।

'কল্যাণ' শব্দটির সাধারণ ধারণা

'কল্যাণ' মানে হিত, মঙ্গল, কুশল ও সুখসমৃদ্ধি। (শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, ১৯৮৪, ১৩৬)

শব্দটির আরবি হল 'হাসানাহ' 'খায়র' বা ফালাহ। 'হাসানাহ' মানে হল কল্যাণ, উত্তম। 'খায়র' মানে হলো ভালো, উত্তম, শ্রেষ্ঠ, চমৎকার। (ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ২০১০, ২৯২) আর 'ফালাহ' মানে হল সাফল্য, সফলতা, কল্যাণ, উন্নতি, নাজাত ও পরিত্রাণ। (ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ২০০৫, ৬১৭) শব্দ তিনটির অর্থ প্রায় এক। আর তা হলো কল্যাণ, উন্নয়ন ও সফলতা।

মানবকল্যাণ এর সংজ্ঞা ও পরিধি

ইসলামি শরিয়া-এর মূল লক্ষ্য হলো মানবকল্যাণ সাধন। মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক কল্যাণ সাধন এবং মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন মানবকল্যাণ বলে বিবেচিত। ইমাম গাযালী (র.)-এর মতে, যা কিছু ঈমান বা বিশ্বাসের বুদ্ধিবৃত্তি, প্রাণ বা জীবন, মাল বা অর্থনীতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য কল্যাণকর, সেগুলোই মানবকল্যাণ। আর যা কিছু এ সবকে নষ্ট করে অর্থাৎ জীবনের কল্যাণ, অর্থ বা অর্থনীতি কিংবা মালের কল্যাণের বিরোধী হয়, যা কিছু ঈমানের বিরোধী হয়, যা কিছু মানুষের বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে, সেগুলোকে 'মাফাসিদ' বা মানব অকল্যাণ বলে গণ্য করা হয়। (আবু হামিদ আল-গাযালী, ১৯৭৩, খ. ১, পৃ. ১৩৯-১৪০, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, ২০০৬, খ. ৩, পৃ. ৫. মানবকল্যাণের পরিধি অনেক ব্যাপক। মূলত আর্ত-মানবতার সেবা করা, মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, রাস্তা-ঘাট ও সেতু নির্মাণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান ইত্যাদি সবই মানবকল্যাণের পরিধিভুক্ত। আর এসব জনহিতকর কর্মসম্পাদনে ইসলামি দিক নির্দেশনা সুস্পষ্ট। এক্ষেত্রে মহানবি (সা.) এর কর্মময় জীবন অনুপ্রেরণার উৎস এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুসরণীয়।

প্রিয় নবি মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন আর্ত-মানবতার সেবায় নিবেদিত প্রাণ। পবিত্র কুরআনে তাঁকে বিশ্বমানবতার জন্য রহমত ও কল্যাণকামী বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

"অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট এক রাসুল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।" (আল-কুরআন, ৯:১২৮)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।" (আল-কুরআন, ২১:১০৭)

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে মহানবি (সা.) এর বাস্তব চরিত্র চিত্রায়ণ করে তাঁকে কল্যাণকামীরূপে ঘোষণা দিয়ে মূলত মুসলিম উম্মাহকে মানবতার কল্যাণে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। সর্বোপরি মানবতার কল্যাণ সাধন ঈমানদারদের অপরিহার্য কর্তব্য।

মানবতার কল্যাণ সাধনে হাদিসের বক্তব্য

মহানবি (সা.) তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমেও মানবতার কল্যাণ সাধনে মুসলিম উম্মাহকে এগিয়ে আসতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন। মহানবি (সা.) বলেন,

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ

"সৃষ্টিকুল আল্লাহর পরিবারভুক্ত। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তাঁর পরিবারের সর্বাধিক উপকার করে।" (ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, ২০০৮, ৯/৪৭৮১), পৃ. ১৪১

لَايَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া ও মমতাবোধ রাখে না, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না।" (মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, ২০০৭, ৩/ ১৮৭২), পৃ. ৩৭৪
অন্য এক স্থানে মহানবি (সা.) বলেন,

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً يَوْمَ ال

"মুসলমান পরস্পর ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না এবং তাকে শত্রুর হাতে অর্পণ করবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয় মহান আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের বিপদ দূর করে আল্লাহ তার বিপদ দূর করে দিবেন কিয়ামত দিবসে।" মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, ২০১২, ৪/২২৮০, পৃ. ২৪৭

উপরিউক্ত হাদীসের বক্তব্যের মাধ্যমে রাসুল (সা.) তার উম্মতের দুঃখ-কষ্ট অপনোদন, প্রয়োজন পূরণে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে মানবতার কল্যাণসাধন করে বিশ্ববাসীর সামনে এক অনুপম উপমা উপস্থাপন করেছেন।

মানবতার কল্যাণ সাধনে ইসলামের অর্থনৈতিক কর্মসূচি

মানবতার কল্যাণ সাধনে ইসলামের রয়েছে কতিপয় মৌলিক অর্থনৈতিক কর্মসূচি। যেমন জাকাত, উশর, খারাজ, ওয়াকফ, সাদাকা ও কর্জে হাসানা। এসব কর্মসূচি মূলত ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অংশবিশেষ, যার সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবতার সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা যেতে পারে। আর ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনে ইসলামের অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

ইসলামি ব্যাংকের উন্নয়নমূলক চিন্তাদর্শনের ভিত্তি

ইসলামি ব্যাংক চিন্তাদর্শনের যে সব মূলনীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো নিছক কোনো সংকীর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়ননীতি নির্ভর নয়, বরং এর উন্নয়ন নীতি সর্বজনীন ও ব্যাপক। এ ব্যাপকতার আওতায় মনস্তাত্ত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, চারিত্রিক ও সামাজিক উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।
ইসলামের আদর্শিক বৈশিষ্ট্যের কারণে মানবতার মনোজাগতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, চারিত্রিক ও সামাজিক উন্নয়নকে সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করার আবশ্যকতা রয়েছে। এটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় পৌঁছার পর তাঁর সকল কার্যক্রম দুটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মধ্য দিয়ে সূচনা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠান দুটির একটি হল মসজিদ, অপরটি বাজার। যাতে করে মনস্তাত্ত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, চারিত্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নধারা একসূত্রে গ্রথিত হয়ে সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়। কেননা মসজিদ জ্ঞান ও মস্তিষ্ক বিকশিত করে, চরিত্র উন্নত করে এবং মানসিকতাকে কল্যাণমুখী করে এবং এ সকলের সমন্বিত প্রভাবে বাজারকেন্দ্রিক তৎপরতা তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সুশীল করে তোলে। (ইসলামি ব্যাংক বিশ্বকোষ খ. ১, পৃ. ৫)
যেহেতু ইসলামি ব্যাংকের ইসলাম থেকে উৎসারিত একটি আদর্শিক চিন্তাদর্শন রয়েছে এবং যেহেতু এ চিন্তাদর্শন ইসলামের অনুগত একটি অনুপম ব্যবস্থাপনার আওতায় ইসলামি ব্যাংকের সকল কার্যক্রম পরিচালনার দাবি রাখে, সেহেতু ইসলামি ব্যাংককে সেই চিন্তাদর্শনের আলোকে উন্নয়ন প্রসঙ্গটিকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংকীর্ণ পরিসরে আবর্তিত না করে বরং মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন তথা মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হতে হবে।

ইসলামি ব্যাংকের সামাজিক ভিত্তি

ইসলামি ব্যাংকের আকিদাগত বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে সমাজমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে সমাজে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোবৃত্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেবল জাকাত সংগ্রহ করে শরিয়াত কর্তৃক নির্দেশিত খাতসমূহে ব্যয় করে সমাজ উন্নয়ন সাধনে লিপ্ত হলে চলবে না; বরং সামগ্রিক অর্থব্যবস্থাপনার ফলে অর্জিত মুনাফার সুষ্ঠু বণ্টন পদ্ধতির মাধ্যমে তার সামাজিক দায়বদ্ধতার স্বাক্ষর রাখতে হবে। এরই আলোকে ইসলামি ব্যাংকসমূহকে সামাজিক প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সুতরাং নিম্নবর্ণিত দুইটি বিষয়ের সমন্বয়ে ইসলামি ব্যাংকের আত্মপ্রকাশ ঘটে-

ক. জাকাত ফান্ড পরিচালনা

খ. (অংশীদারিত্বমূলক) বিনিয়োগ কার্যক্রমের ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক কল্যাণ সাধন।

ক) জাকাত ফান্ড পরিচালনা

জাকাত ফান্ড শরিয়া ভিত্তিক অর্থব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হবে। কেননা সমাজের বিবিধ সমস্যা ও রোগের প্রতিষেধক হিসেবে জাকাতের প্রচলন একটি অত্যাবশ্যকীয় দীনী কর্তব্য। এক্ষেত্রে জাকাতের এহেন প্রচলন সমাজে বহুবিধ ধ্বংসাত্মক সমস্যার বিস্তার রোধে কাজ করবে।

সুতরাং বলা যায়, ইসলামি ব্যাংক সামাজিক ও দীনী ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি প্রতিষ্ঠার কর্তব্য পালনকল্পে জাকাতলব্ধ অর্থের ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

ইসলামি ব্যাংক কর্তৃক জাকাত ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা এবং এর পরিচালনায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা নফল বা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ বায়তুলমালের জাকাত ফান্ডের পূর্ণতার জন্য এই অতিরিক্ত কর্তব্যটি ইসলামি ব্যাংকের কার্যক্রমের অন্যতম দিক।

মূলকথা হলো, জাকাতলব্ধ অর্থের পরিচালনা ইসলামি ব্যাংকের সামাজিক ভিত্তিরই প্রতিফলন। কেননা আল্লাহ তাআলার বাণী:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

'তাদের মালামাল থেকে জাকাত গ্রহণ কর, যাতে এর মাধ্যমে তুমি সেগুলোকে পবিত্র ও বরকতময় করতে পার। (আল-কুরআন, ৯:১০৩)

এই নির্দেশনা অনুযায়ী জাকাত ফরজ করা হয়েছে এবং জাকাত আদায় ও বণ্টনের মধ্যে সামাজিক তাকাফুল বা সমাজের আর্থিক নিরাপত্তা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা নিহিত। জাকাতের সামাজিক সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয় জাকাত বণ্টনের খাতসমূহ অবগত হওয়ার মাধ্যমে। যেমন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার বাণী-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'জাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, জাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরের জন্য। এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাপ্রজ্ঞাবান'। (আল-কুরআন, ৯:৬০)

ইসলামি ব্যাংকের আকিদাগত বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে সমাজের আর্থিক নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মূলনীতি ধারণ করতে হবে। কেননা শরিয়ার অধিকাংশ উৎস কর্তৃক সামাজিক তাকাফুল স্বীকৃত। এ বিষয়ে শরিয়ার প্রধান উৎস কুরআন কারিম উৎসাহিত করেছে এবং মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবিদের সঙ্গে মদিনায় আনসার কর্তৃক সম্পদের পারস্পরিক ভাগাভাগির বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব ও প্রশংসা সহকারে উল্লিখিত হয়েছে। সামাজিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন এ ঘটনাকে কুরআন এভাবে চিত্রায়িত করেছে। আল্লাহ তা আলা বলেন:

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'যারা মুহাজিরদের আগমণের পূর্বে মদিনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম। (আল-কুরআন, ৫৯:৯)

খ. (অংশীদারিত্বমূলক) বিনিয়োগ কার্যক্রমের ফলে দ্বীনী ও সামাজিক কল্যাণ সাধন

ইসলামি ব্যাংকের সামাজিক দায়বদ্ধতা জাকাতের জন্য একটি বিশেষ ফান্ড অথবা জাকাত প্রশাসন কিংবা আর্থিক নিরাপত্তামূলক সহযোগিতা ও কর্জে হাসানা বিষয়ক প্রশাসন (ইসলামি বীমা) গড়ে তোলার মাধ্যমে পূর্ণ হয় না। বরং এরই সঙ্গে তার সামগ্রিক উন্নয়নমুখী অর্থ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উন্নয়নের যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। কেননা ইসলামি ব্যাংকের সমাজহিতৈষী বৈশিষ্ট্য তার সকল কর্মকাণ্ড ও কৌশলে প্রতিফলিত হতে হবে। সুতরাং অর্থনৈতিক বিকাশকে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক বিকাশ থেকে পৃথকভাবে বিবেচনা করলে ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্যচ্যুতি ঘটবে। কেননা এরূপ লক্ষ্যচ্যুতিই ব্যাংকসমূহকে বিনিয়োগের প্রত্যক্ষ মুনাফার উপর নির্ভরশীল করে তোলে। অথচ এসব ব্যাংকের বিনিয়োগাত্মক অর্থব্যবস্থাপনার প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত Social benefit বা সামাজিক কল্যাণের পরিসর বৃদ্ধি অথবা Islamic benefit বা ইসলামি আদর্শের কল্যাণ সাধন।

সংক্ষেপে বলা যায়, সমাজকল্যাণমূলক ইসলামি ব্যাংকসমূহের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা থাকতে হবে, যে পরিকল্পনা বৃহত্তর সমাজের তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে।

মানবকল্যাণে ইসলামি ব্যাংক

ইসলামি শরিয়ার উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করা। ইসলামি অর্থনীতি সেই উদ্দেশ্য পূরণ করবে। ইসলামি অর্থনীতির অংশ রূপে ইসলামি ব্যাংক তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্ম-পদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামি শরিয়ার নীতিমালা ও আদর্শভিত্তিক সেই অর্থনীতির উদ্দেশ্য সাধনে কাজ করবে। সেই নিরিখে ইসলামি ব্যাংকের উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকিং ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূর করা।

ইসলামি ব্যাংক তার কর্মকাণ্ডে সকল প্রক্রিয়ায় সুদসহ সব ধরনের নিষিদ্ধ উপাদান পরিহার করে ও শরিয়া সম্মত পন্থায় সম্পদের বৈধতা ও পবিত্রতা নিশ্চিত করবে এবং জনগণের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ও সর্বজনীন বৃহত্তর কল্যাণে কাজ করবে।

আর্থিক ক্ষেত্রে শরিয়ার এই উদ্দেশ্যকে সংক্ষেপে ও সহজভাবে উপস্থাপন করে ড. এম উমর চাপড়া বলেছেন, ইসলামি অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা। সে সমাজে সকল প্রতিষ্ঠান ন্যায়, সমতা ও স্বাধীনতার জন্য কাজ করবে। ইসলামি ব্যাংক ইসলামি অর্থনীতির উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে কাজের সকল ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কল্যাণ, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও আর্থিক সুবিচার নিশ্চিত করবে'। (ড. এম. উমর চাপড়া, ১৯৯৫, ৭)

মানবকল্যাণের বিবেচনায় ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে দুভাগে ভাগ করা যায়।

এক- সাধারণ উদ্দেশ্য, দুই- প্রয়োগিক উদ্দেশ্য।

১. সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে:

ক. সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবিচার, শোষণ, জুলুম ও বৈষম্য দূর করা

খ. ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া

গ. মানবসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের সঠিক ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে সকলের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

ঘ. সামষ্টিক সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নে সহযোগিতা করা

২. প্রায়োগিক উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে:

ক. জনগণের উদ্বৃত্ত ও অলস অর্থ সম্পদ সংগ্রহ করে তার দ্বারা মূলধন গঠন এবং তা শরিয়ার অনুমোদিত পন্থায় বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন।

খ. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে উৎসাহিত করে নিম্ন আয়ের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আপদকালীন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করা।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মানবকল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো:

ক. ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ বিবেচনা: সম্পদ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংক ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণের প্রতি খেয়াল রাখবে। ব্যক্তির জন্য আর্থিকভাবে লাভজনক কিন্তু সমাজের জন্য তা ক্ষতিকর হলে সে ধরনের কোনো খাতে বিনিয়োগ করা ইসলামি ব্যাংকের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

খ. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার খাত বিবেচনা: শুধু মুনাফা নয়, বরং সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও প্রয়োজন পূরণের দিক থেকে অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ করা ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য।

ইসলামী ব্যাংক সম্পদের বৈধতা, পবিত্রতা, নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করবে। মানুষের আর্থিক প্রয়োজন মিটিয়ে জীবনকে সহজ ও সুন্দর করার জন্য নানা প্রকার কল্যাণকর সেবা ও পণ্য প্রচলন করবে। সেই সাথে আর্থিক কর্মকাণ্ডে যাবতীয় অকল্যাণ দূর করবে।

ইসলামি ব্যাংকের জমা কার্যক্রমে মানবকল্যাণ

ইসলামি ব্যাংক সকল স্তরের জনগণকে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শুধু বড় সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী না হয়ে ছোট-বড় সকল জমাকারীর সম্পদ জাতীয় আর্থিক প্রবাহে নিয়োজিত করে। ইসলামি ব্যাংক তার জমানীতির আলোকে জনকল্যাণের জন্য নতুন নতুন সেবা তৈরির মাধ্যমে সমাজে ভালো কাজে বেশি মানুষের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে।

ইসলামি ব্যাংক জনগণের সঞ্চয় শরিয়া সম্মত খাতে শরিয়া সম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে গ্রাহককে হালাল মুনাফা অর্জনে সাহায্য করে। আর্থিক লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে অকল্যাণকর সুদ সম্পূর্ণ পরিহার করে কল্যাণকর বা হালাল পদ্ধতি অনুসরণের ফলে ঈমান সংরক্ষণের (হিফযুদ দীন) পাশাপাশি জীবন জীবিকার বৈধ ও ন্যায়ানুগ পথ প্রসারিত হয়।

বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংক হজ্জ আমানত, মোহর আমানত, ক্যাশ ওয়াক্ফ আমানত, বিবাহ আমানত প্রভৃতি বিশেষ কল্যাণকর হিসাব পরিচালনা করছে।

বিনিয়োগ কার্যক্রমে মানবকল্যাণ

ইসলামি ব্যাংকে বিনিয়োগ কার্যক্রমের মূল বিবেচ্য হলো কল্যাণ বৃদ্ধি করা এবং অকল্যাণ দূর করা। ইসলামি ব্যাংক সকল মানুষের জরুরিয়াত বা অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণকে অগ্রাধিকার দেয়। ধন-সম্পদ শুধুমাত্র ধনীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়ে তা যেন সর্বজনীন কল্যাণে নিয়োজিত হয় এদিকে খেয়াল রেখে জনগণের কাছ থেকে সম্পদ আহরণ এবং তা সমাজের উৎপাদনক্ষম ব্যাপক উদ্যোগী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া ইসলামি ব্যাংকের নীতি ও কৌশল।

জনকল্যাণধর্মী উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মুষ্টিমেয় হাতে বিনিয়োগ পুঞ্জীভূত করার পরিবর্তে আকৃতি, প্রকৃতি ও খাত এবং ভৌগোলিক এলাকা অনুযায়ী সর্বত্র বিনিয়োগ ছড়িয়ে দিয়ে বণ্টনমূলক সুবিচার নিশ্চিত করা হিফযুল মাল বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমে উৎপাদন ও মুনাফা শেষ কথা নয়। ১. কার জন্য উৎপাদন, ২. কী উৎপাদন, ৩. কীভাবে উৎপাদন এ তিনটি বিষয় সামনে রেখে সর্বজনীন কল্যাণের নীতির ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

ইসলামি ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ও বিনিয়োগের খাত শরিয়ার দৃষ্টিতে বৈধ হওয়া আবশ্যক। আর্থিক বিবেচনায় কোনো ব্যবসা যথেষ্ট লাভজনক হলেও জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর কোনো পণ্যে ইসলামি ব্যাংক বিনিয়োগ করে না। লাভের লোভে সিগারেট বা

মদের ফ্যাক্টরিতে বিনিয়োগ করতে পারে না। সুদের কারবার, জুয়া, ফটকাবাজারি, অশ্লীলতা, ভেজাল ব্যবসায় ইসলামি ব্যাংক জড়িত হতে পারে না। ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়। ইসলামি ব্যাংক আর্থিক কারবারে অকল্যাণ দূর করার জন্য কাজ করে।

ইসলামি ব্যাংকগুলি তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে মানবকল্যাণের উদ্দেশ্য পূরণে বিস্তৃত ক্ষেত্রে কাজ করছে। যার উল্লেখযোগ্য কিছু দিক নিম্নে আলোচিত হলো:

(১) কর্মসংস্থান সৃষ্টি: কর্মসংস্থান সৃষ্টি শরিয়ার উদ্দেশ্য হিফযুন নফস, হিফযুন-নসল ও হিফযুল আকল বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত। ইসলামি ব্যাংক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, শিক্ষা বৃত্তি প্রদান, শিক্ষার্থীদের ইনটার্নশিপ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে এই ব্যাংকগুলি কাজ করছে। নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামি ব্যাংকগুলির অর্থায়নে শিল্প কারখানা, এস.এম.ই ও গ্রামীণ প্রকল্পসমূহে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অসংখ্য লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

(২) আবাসনে বিনিয়োগ: সীমিত আয়ের মানুষের গৃহায়ণে ইসলামি ব্যাংকের আবাসন প্রকল্প মাকাসিদুশ শরিয়ার অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনের সব কটি দিক সংরক্ষণের সাথে যুক্ত। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যার সমাধানে ইসলামি ব্যাংকগুলি গৃহায়নে অর্থায়ন করছে।

(৩) নারীর কল্যাণ ও ক্ষমতায়ন: সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ বেগবান করতে নারীকে শিক্ষিত, কর্মক্ষম, স্বাবলম্বী ও যোগ্য করে তোলা মাকাসিদুশ শরিয়ার জরুরিয়াতের সব কটি স্তর ও ভাগকে শামিল করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

'পুরুষ যা অর্জন করে তা তার অংশ, আর নারী যা অর্জন করে তা তার অংশ।'(আল-কুরআন, ৪:৩২) সেবা, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংক নারীদের জন্য বিভিন্ন খাতে বিশেষ বিনিয়োগ সুবিধা দিচ্ছে। নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জামানতবিহীন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করেছে।

(৪) জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন: ইসলামি ব্যাংকগুলি গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প, আবাসন বিনিয়োগ প্রকল্প, ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্প, পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প, গাড়ি বিনিয়োগ প্রকল্প, পল্লী গৃহনির্মাণ বিনিয়োগ প্রকল্প, বিবাহ বিনিয়োগ প্রকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের জীবন মানের উন্নয়নে শরিক হচ্ছে।

(৫) স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ: স্বাস্থ্য সুরক্ষা 'হিফযুন নফস' বা জীবনের সুরক্ষার অন্তর্ভুক্ত। হিফযুদ-দীন বা দীনের সুরক্ষার সাথেও এর সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামি ব্যাংকগুলি স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে কাজ করছে। বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংকের এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি রয়েছে যা মানবকল্যাণের জন্য সহায়ক।

(৬) মানবসম্পদ উন্নয়ন: পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও সততা সৃষ্টি করে মানুষকে কল্যাণকারিতার সামর্থ্য সম্পন্ন দক্ষ ও যোগ্য করা শরিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। ইসলামে ব্যক্তির সকল বৈধ কাজই কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূর করার সাথে যুক্ত এবং তা ইবাদাত হিসাবে গণ্য। আর সেইসব কাজ ভালোভাবে করার যোগ্যতা অর্জন সংশ্লিষ্টদের জন্য ফরয। ড. উমর চাপড়ার মতে মানব উন্নয়ন মাকাসিদুশ শরিয়ার মৌলিক বিষয় যা জরুরিয়াতের পাঁচটি বিষয়ের সাথেই যুক্ত। ইসলামি ব্যাংকগুলি তাদের বিনিয়োগ ও সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক সকল কাজের দ্বারা মানব সম্পদ ও মানব উন্নয়নে অবদান রাখছে।

(৭) সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর): মানবকল্যাণের নীতি অনুযায়ী মানুষকে দরদি ও পরস্পর কল্যাণকামী হতে হবে। দরদি মানুষ গঠন এবং দরদি মানুষদের সমন্বয়ে দরদি প্রতিষ্ঠান ও দরদি সমাজ প্রতিষ্ঠা শরিয়ার লক্ষ্য। পারস্পরিক দায়বোধ ও দরদি মনোভাব বিকশিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামি ব্যাংকগুলি সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছে। সেই বিবেচনায় ইসলামি ব্যাংকের সকল কার্যক্রমই সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতাভুক্ত। ইসলামি ব্যাংকের জমা ও বিনিয়োগের সকল সেবা সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারের সাথে যুক্ত।

তদুপরি স্বাভাবিক ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রমের বাইরে থেকে যাওয়া বিপুল অভাব ও বঞ্চিত মানুষের জীবন মানের উন্নয়নে কাজ করা ইসলামি ব্যাংকের নৈতিক বাধ্যবাধকতা। মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণে বঞ্চিত ও অভাব এবং কষ্টে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো ইসলামি ব্যাংকসমূহের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব।

এই লক্ষ্যে ইসলামি ব্যাংকগুলি স্বাভাবিক লেনদেনের বাইরে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সৌন্দর্যবৃদ্ধি, আর্সেনিকমুক্ত পানি প্রকল্প, ফর্মালিনমুক্ত খাদ্য নিশ্চিতকরণ সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। বন্যাদুর্গত, সিডর আক্রান্ত, মঙ্গাপীড়িত, শীতার্ত এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য ইসলামি ব্যাংকগুলি সব সময় ত্রাণ সহায়তা নিয়ে পাশে দাঁড়ায়। ব্যাংকিং সেক্টরে জনকল্যাণের ধারণা সৃষ্টি ও বেগবান করতে ইসলামি ব্যাংকগুলি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে।

শিক্ষা অধিকার সংরক্ষণ বা হিফযুল আকল নিশ্চিত করতে নারী পুরুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানার্জনের কাজ করছে। মেধাবী অতিদরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করা ছাড়াও বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংক প্রি স্কুল, মক্তব, মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট, টেকনিক্যাল ইনিস্টিটিউট, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, পাঠাগার ইত্যাদি পরিচালনা করছে।

ইসলামি ব্যাংকের কার্যক্রমে মানবিক ব্যাংকিং

ইসলামি ব্যাংকের বিনিয়োগের খাত ও পদ্ধতি উভয়ই শরিয়ার দৃষ্টিতে বৈধ হওয়া জরুরি। খাত নির্বাচনে মানুষের জরুরি প্রয়োজন (জরুরিয়াত) অগ্রাধিকার পায়। সকল মানুষের জরুরি প্রয়োজন পূরণের পর আরাম বৃদ্ধিকারী সামগ্রিতে (হাজিয়াত বা Complementary needs) বিনিয়োগ করা হয়। এই দুই স্তরের চাহিদা পর্যায়ক্রমে পূরণ হওয়ার পর জীবন-মানের উৎকর্ষ সাধনকারী (তাহসানিয়াত বা Decorative items) বিনিয়োগ বিবেচিত হবে।

এই ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি শরিয়ার লক্ষ্য (মাকাসিদে শরিয়া) অর্জনে সহায়ক। এই অগ্রাধিকার অনুসরণে সর্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিত হয়। সব মানুষের জরুরি চাহিদা (basic need) পূরণের পরই পর্যায়ক্রমে complementary ও decorative চাহিদা পূরণ করা হবে। ইসলামি ব্যাংক বিনিয়োগের আকার, খাত, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য, ভৌগোলিক এলাকা প্রভৃতিকে এই লক্ষ্যের আলোকে গুরুত্ব দেয়।

ব্যাংক কী পরিমাণ জমা সংগ্রহ করলো বা কত বেশি আর্থিক মুনাফা করলো তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জমা কত বেশি মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হলো। এটাই ইসলামি ব্যাংকের সফলতার প্রকৃত মাপকাঠি। জমার ধরন, বিনিয়োগের ধরন এবং লাভের পরিমাণের সাথে জনকল্যাণের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শুধু লাভ বিবেচনা করে ইসলামি ব্যাংক বিলাস সামগ্রীতে বিনিয়োগ করতে পারে না। বিনিয়োগে সাধারণ মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণ প্রাধান্য পাবে। অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন গুরুত্ব পাবে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামি ব্যাংকিং

এক সময় মানুষ মনে করতেন যে সুদ ছাড়া ব্যাংকিং সম্ভব নয়। সে সংশয় ইতোমধ্যে অসার প্রমাণিত হয়েছে। সুদ থেকে মুক্ত হয়ে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বমূলক কারবার কিংবা পণ্যের বেচাকেনা বা ইজারা পদ্ধতিতে ব্যাংকিং ব্যবসা সম্ভব, তা ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। সুদের কারণে যারা ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে দূরে ছিলেন, ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা তাদের জন্যও আস্থার একটি ঠিকানা তৈরি করেছে।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং জনকল্যাণ ও দেশের অবহেলিত অঞ্চলের উন্নয়নসহ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে। ফলে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। এস.এম.ই খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পায়নে ইসলামি ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও ইসলামি ব্যাংকগুলোর রয়েছে জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প। দেশের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জীবনমান উন্নয়নে এসব প্রকল্প ভূমিকা রাখছে।

ইসলামি ব্যাংকিং মানেই সবুজ ব্যাংকিং। ইসলামি ব্যাংক তার সকল কার্যক্রমে সুনীতি ও উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়। ব্যাংকিং খাতের সবুজায়নে ইসলামি ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সর্বজনীন কল্যাণে নিয়োজিত ইসলামি ব্যাংক তামাক ও মাদক দ্রব্য কিংবা পরিবেশবিরোধী খাতে বিনিয়োগ করেনি। ধূসর কোনো বিনিয়োগে এই ব্যাংকের অংশগ্রহণ নেই।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীকে অধিকতর সম্পৃক্ত করার জন্য ইসলামি ব্যাংক শুরু থেকেই ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়াও নারীর ক্ষমতায়নে ইসলামি ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নিম্নে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামি ব্যাংকের কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো:

ক. সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের সমন্বয়

ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করে। ইসলামি ব্যাংকের কাজ হলো আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তিস্বার্থ নয়, সামাজিক কল্যাণের আদর্শ ইসলামি ব্যাংকের চালিকা শক্তি। ইসলামি ব্যাংক সামাজিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় চায়। এ জন্য অংশীদারিত্বকে উৎসাহ দেয়। ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ে। ইসলামি ব্যাংক শুধু সম্পদশালীদের নিয়ে কাজ করে না। বঞ্চিত ও অভাবী মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন করে।

খ. সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনে জনকল্যাণের আদর্শ

সুদের কারবারে সমাজের স্বল্প-বিত্ত সাধারণ মানুষের সম্পদ অল্প কিছু লোকের হাতে জমা হয়। এরপর সেই সম্পদ আরো কম মানুষের কাছে কেন্দ্রীভূত হয়। এটা ইসলামি নীতির বিপরীত। আল কুরআনে সুরা হাশরে বলা হয়েছে, 'সম্পদ যেন শুধু তোমাদের ধনীদের মাঝে আবর্তিত না হয়।' (আল-কুরআন, ৫৯:৭)

এই নীতি মেনে ইসলামি ব্যাংক জনগণের ছোট-বড় সব ধরনের সঞ্চয় সংগ্রহ করে তা সর্বজনীন কল্যাণে লাগায়। সকলকে উৎপাদনে উৎসাহ দেয়। সেই সাথে উৎপাদনের সুষম বণ্টনে কাজ করে। এতে জাতীয় আয় বাড়ে। সে আয়ের বণ্টন নিশ্চিত হয়। এই নীতি ইসলামি ব্যাংকের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ইসলামে সম্পদ উৎপাদনই শেষ কথা নয়। কী ধরনের সম্পদ কার জন্য উৎপাদন করা হবে এবং সে উৎপাদিত সম্পদ কীভাবে বেশি উপকারভোগীর কাছে পৌছানো হবে এটি ইসলামি ব্যাংকিং এর গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার।

ইসলামি ব্যাংক সমাজের সকল মানুষকে সঞ্চয়ে আকৃষ্ট করে। সেই সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত না করে স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীনদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। এতে অল্প টাকা বেশি লোকের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। উৎপাদনক্ষম পুঁজিহীন জনশক্তি অর্থনৈতিক কাজে অংশ নেয়ার সুযোগ পান। ফলে আর্থিক কর্ম প্রবাহে গতি আসে। এ নীতি সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের সহায়ক।

গ. মানবসম্পদ ও মানব উন্নয়ন

মানুষই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির স্থপতি। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

'আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে।' (আল-কুরআন, ১৩:১১)

ইসলামে মানবসম্পদ উন্নয়নের ধারণা অনেক ব্যাপক। মানুষের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত সকল দিক ও বিভাগ এর আওতাধীন। মানুষের স্বভাব ও অভ্যাসের উন্নয়ন এর অন্তর্ভুক্ত। মানসিক ও নৈতিক উন্নয়ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। ইসলামের উন্নয়নের উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণমুখী লক্ষ্য অর্জন। শরিয়ার আলোকে এই লক্ষ্য অর্জনের ফলে জাতি সমৃদ্ধ হবে। রাষ্ট্র উন্নত হবে। ইসলামি ব্যাংক তার বহুমাত্রিক কর্মকৌশলের মাধ্যমে এ লক্ষ্য হাসিলে কাজ করে।

শেষ কথা

ইসলামি ব্যাংকিং আর্থিক মধ্যস্থতার এমন এক পদ্ধতি যা তার কার্যাবলি এমনভাবে পরিচালনা করে যাতে ইসলামি অর্থনীতির উদ্দেশ্য অর্জন তথা অর্থনীতিতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। ইসলামি ব্যাংক অর্থনীতি, আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা এবং আর্থ সামাজিক অবকাঠামো তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

ইসলামি ব্যাংকগুলো স্বাভাবিক লেনদেনের বাইরে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগব্যবস্থাপনা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কল্যাণমুখী ভূমিকার মাধ্যমে

নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। ইসলামি ব্যাংক আর্থিক খাতে যে কল্যাণমুখী ধারা সৃষ্টি করেছে সে ধারা বেগবান করার জন্য প্রয়োজন আইনি সুবিধা, কাঠামোগত সংস্কার ও জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এ জন্য নীতিনির্ধারণী উদ্যোগ ও নানাবিধ প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা ও প্রচার-প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে পরিকল্পিত ও সমন্বিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংক তার সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে কল্যাণমুখী ব্যাংকিং এ আপন অবদান আরোও প্রসারিত করতে পারবে।

গ্রন্থপঞ্জি:

আল-কুরআনুল কারিম।

আবু হামিদ আল গাযালী, *আল-মুসতাসফা মিন ইলম আল-উসূল*, (কায়রো: আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়্যাহ), ১৯৭৩

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন*, (কায়রো: দারুল হাদিস), ২০০৬

ইসলামি ব্যাংক বিশ্বকোষ, (কায়রো: আন্তর্জাতিক ইসলামি ব্যাংক সংস্থা ৪৭ উলুবা)

ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, *মিশকাত*, অনু. ও ব্যাখ্যা: মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, বাবুশ-শোফাকাহ ওয়ার রাহমাহ 'আলাল খালক্বি, (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়), ২০০৮

ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, *ইসলামি অর্থনীতির রূপরেখা: তত্ত্ব ও প্রয়োগ* (ঢাকা: চয়নিকা প্রকাশনী, ৩৮/২ক বাংলাবাজার) ২০১৪, ৪র্থ মুদ্রণ

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *আল-মুনীর আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: দারুল হিকমাহ বাংলাদেশ), ২০১০

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী) ২০০৫

ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম এন্ড দ্যা ইকোনোমিক চ্যালেঞ্জ*, (লন্ডন: ইসলামিক ফাউন্ডেশন), ১৯৯৫

মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা* (নলেজ পাবলিকেশন্স), ২০১৫

মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, *জামে আত-তিরমিযী*, অনুবাদ ও সম্পাদনায় মুহাম্মদ মুসা, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার) ২০০৭,

মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, কিতাবুল মাযালিম ওয়ালকিসাস, বাবু লা ইয়াযলিমুল মুসলিমুল মুসলিমা ওয়ালা য়ুসলিমুহু, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), বাংলা সংকলণ, ২০১২

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (ঢাকা: সাহিত্য সংসদ, চতুর্থ সংস্করণ), ১৯৮৪

Definition by the general secretariat of the Organization of Islamic Conference accepted in the Foreign Ministers conference held in Dakar in 1978.

Journal of Business, Society and Science
Volume-6, October 2018, ISSN: 2072-5701

কুরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা জঙ্গিবাদের উৎস : একটি বিশ্লেষণ

Md. Ziaur Rahman*

সারসংক্ষেপ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। সন্ত্রাস, জুলুম, হত্যা ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মূলোৎপাটন করে সমন্বিত শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। সকল মানুষকে আল্লাহর খলিফা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে পুরো মানব জাতিকে একই পরিবারভুক্ত হিসেবে আখ্যা দিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, গরিব, জ্ঞানী, মূর্খ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইসলাম প্রেরণা দেয়। সর্বকালের সর্বযুগের মহামানব সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তির দূত হিসেবে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও শান্তিময় সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। বর্তমানে জঙ্গি ও সন্ত্রাস একটি বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত। ইদানীং অনেকেই মুসলিম নাম ধারণ করে জঙ্গি ও সন্ত্রাসের মতো জঘন্য অপরাধে জড়িয়ে পড়ে ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্মে পরিণত করার চেষ্টায় লিপ্ত। জঙ্গিবাদের মতো নিকৃষ্টতম কর্মকাণ্ডে জড়ানোর পেছনে যেসব শক্তি কাজ করতে পারে এসবের অন্যতম হচ্ছে প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বিকৃত ধারণা। এহেন পরিস্থিতিতে কুরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যার কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসেই বক্ষ্যমান প্রবন্ধ।

মূলশব্দ : জঙ্গি, সন্ত্রাসবাদ, কুরআন, হাদিস।

Abstract

Islam is a complete life system. Islam's main goal is to establish comprehensive peace by eliminating criminal activities including terrorism, torture, rape etc. By declaring all people as Allah's 'caliph', by establishing a close relationship between people and nations, Islam promotes the establishment of peace for all people irrespective of caste, class and creed. Islam calls all the human beings are the members of a single family. The greatest Prophet Muhammad (Sm.) of all time emerged as the envoy of peace and created the greatest and most peaceful society in the history of the world. Currently militancy and terrorism have emerged as vicious problems. Many of terrorists by embracing the misinterpretation of Islam commit heinous crime like militancy and terrorism and try to turn Islam into a terrorist religion. One of the forces behind the involvement of the militant acts is the ignorance and distorted concept of true religious education. In such a situation, the essence of this paper is to raise awareness about the misinterpretation of the Quran and Hadith.

ভূমিকা

স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক তৈরির মানসে মানব জীবনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই ইসলামি শিক্ষার মূল উপজীব্য। আর কুরআন ও হাদিসই হলো ইসলামি শিক্ষার মূল উৎস। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামাজিক অন্যায়, অবক্ষয়, অশ্লীলতা ও দুর্নীতি দূর করে পারস্পরিক সম্প্রীতি, আস্থা ও শান্তির ভিত্তিতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বের ইতিহাসে যে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তার যথাযথ অনুসরণই সামাজিক অবক্ষয় ও বিপথগামীতা থেকে রক্ষা পাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। কুরআন-হাদিসের যথাযথ জ্ঞানের অভাবেই মানুষ বিপথগামী হয় এবং কুসংস্কার,

*Lecturer, Department of Islamic Studies, Leading University, Sylhet, Bangladesh.
Email: zia1290@gmail.com

অনাচার ও উগ্রতার পথ বেঁছে নিয়ে নিজের ও অন্যের মহামূল্যবান জীবন ও সম্পদ বিনষ্ট করতেও দ্বিধা করে না। ইসলাম মানুষকে ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমেই চক্রান্তকারীদের বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামবিদ্বেষীদের পরিকল্পিত জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদী অপতৎপরতা প্রতিহত করার প্রয়াসে যথাযথ কার্যক্রমের মাধ্যমে কুরআন ও হাদিসের প্রকৃত শিক্ষা ও ব্যাখ্যা মানুষের নিকট তুলে ধরলে ফলাফল লক্ষ্য অর্জনে সুদূর প্রসারি হবে। আর এটাই 'কুরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা জঙ্গিবাদের উৎস : একটি বিশ্লেষণ' প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

জঙ্গি ও সন্ত্রাসের পরিচয় : জঙ্গি শব্দটি ফার্সি। এটি বিশেষ্য এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- সৈনিক, সাহসী, দাঙ্গাবাজ, সিপাহী। (আবুসুফিয়ান যাকী, ১৯৯৮, ৩০১)। জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ শব্দগুলো শাব্দিক বা রূপকভাবে যোদ্ধা, সৈনিক বা যুদ্ধে ব্যবহৃত বস্ত্র বুঝাতে ব্যবহৃত হতো। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার কমান্ডার ইন চিফকে (জঙ্গিলাট) বলা হতো। (শ্রী শৈলেন্দ বিশ্বাস, ১৯৭৯, ৪৬২)। জঙ্গি এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Militant, আর জঙ্গিবাদ এর ইংরেজি হচ্ছে Militancy.

Militant (জঙ্গি): যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি বা জোরালো প্রভাব ব্যবহার করাটাকে সমর্থন করে..... (এ. এস হর্নবাই, ১৯৯৫, ৭৭৮)। মাইক্রোসফট এনকার্টা অভিধানে মিলিট্যান্ট বা জঙ্গি শব্দের অর্থে বলা হয়েছে: (aggressive: extremely active in the defense or support of a cause, often to the point of extremism): অর্থাৎ "আগ্রাসী, কোনো বিষয়ের পক্ষে বা সমর্থনে চরমভাবে সক্রিয়, যা প্রায়শ চরম পন্থা পর্যন্ত পৌঁছায়।" (Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007)

বর্তমানে জঙ্গিবাদ বলতে বুঝায়, জঙ্গিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকাণ্ড। ধর্মীয় কারণ দেখিয়ে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে চোরাগোপ্তা হামলা, অতর্কিত আক্রমণ, হত্যা করা, আত্মঘাতী হামলা কিংবা কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে জনগণের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করা ইত্যাদি সবই জঙ্গি কার্যক্রম হিসেবে গণ্য।

সুতরাং বলা যায়, নির্দিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চোরাগোপ্তা, অতর্কিত আক্রমণ এবং আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে দেশের পরিস্থিতিকে অশান্ত করে জনগণের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টির আইন বহির্ভূত প্রচেষ্টাই জঙ্গিবাদ।

সন্ত্রাস শব্দটি বিশেষ্য এর আভিধানিক অর্থ মহাশঙ্কা; অতিশয় ভয়। (আহমদ শরীফ, ২০০২, ৫৪১)। সন্ত্রাস শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Terrorism. ব্রিটিশ বিশ্বকোষ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় উল্লেখ করা হয়, "Terrorism: The systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective."

অর্থাৎ "সন্ত্রাস হলো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে সহিংসতার মাধ্যমে কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা।" (দি নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, খ. ১১, পৃ. ৬৫০)।

সংক্ষেপে বলা যায়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিংবা নিজের স্বার্থ হাসিল অথবা বেআইনিভাবে নিজের ক্ষোভ প্রকাশের লক্ষ্যে সহিংসতার মাধ্যমে নৈরাজ্যকর পরিবেশ তৈরি করাই সন্ত্রাস।

কুরআন-হাদিসের শিক্ষা

কুরআন-হাদিসের শিক্ষাই ইসলামি শিক্ষা। আর ইসলামি শিক্ষা বলতে আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পন্থায় জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানকেই বুঝায়। এর মাধ্যমে মানুষ মানবতা ও কল্যাণের শীর্ষস্তরে পৌঁছায়, তাঁর অন্তর আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের জন্য উদগ্রীব হয়।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম রহ. এর মতে, "স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলির তত্ত্ব ও বাস্তবতা, বিশ্বলোকে সদা কার্যকর নিয়ম, বস্তুর গুণাবলি ও মানুষের কল্যাণে তার প্রয়োগ-পদ্ধতি এবং সর্বোপরি নিজের বিশেষত্ব, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং জবাবদিহি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন যেন তার মন-মগজ ও জীবন স্রষ্টার অনুগত এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনে নিয়োজিত হতে পারে; কেননা, তার শেষ পরিণতি তাতেই।" (মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ২০০০, ৬২)।

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. এর মতে, "কল্যাণকর সকল শিক্ষাই ইসলামি শিক্ষা। ভাষা, সাহিত্য, চিকিৎসা, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা লাভ ইসলামে

আবশ্যক। সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ তৈরি করা মুসলিম সমাজের ফরয কিফায়া দায়িত্ব। মুমিনের উপর ফরয আইন বা ব্যক্তিগত ফরয ইবাদত হলো নিজের ইমান ও ইসলামকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয় সকল ইবাদত ও লেনদেন ইসলাম-সম্মতভাবে আদায় করার জন্য আবশ্যকীয় "শরয়ী" জ্ঞান অর্জন করা। এরপর মুমিন তার নিজের ও সমাজের চাহিদা অনুসারে জ্ঞানের যে কোনো শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করবেন।" (খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ২০০৮, ১২৭)।

সুতরাং বলা যায়, ইসলামি শিক্ষা বলতে কুরআন-সুন্নাহের যথাযথ শিক্ষাকেই বুঝায়, যা আল্লাহ তাআলার ইবাদতের যোগ্যতাসম্পন্ন এমন মুত্তাকি মানুষ তৈরি করে যারা শান্তিময় দেশ ও জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের কারণ

জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদে জড়িয়ে পড়ার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তন্মধ্যে অন্যতম কারণ হিসেবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অপব্যাখ্যাকে গণ্য করা যায়। যথাযথ ধর্মীয় জ্ঞানের অনুপস্থিতিতে অনিয়ন্ত্রিত আবেগের বশবর্তী হয়ে কেউ কেউ জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। আবার কেউ কেউ নিজের ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অপব্যাখ্যার মাধ্যমে উগ্রতার আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলাম বিদ্বেষীরাও কুরআনের কিছু আয়াত, কিছু হাদিস বা কিছু ফিকহি মতামতের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে বিভিন্ন দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হতে পারে।

জঙ্গি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে কুরআন-হাদিসের শিক্ষা

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম খারেজিদের দ্বারা কুরআনের কিছু আয়াত ও হাদিসের অপব্যাখ্যা শুরু হয়। তারা উগ্রতার পথ বেঁছে নিয়ে কুরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা করে অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে আইন ও বিচার নিজের হাতে তুলে নেয়। তৎসময়েই তাদের অপব্যাখ্যায় অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতার পথে পা বাড়ায়। তাদের হিংস্রতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তারা খলিফাতুল মুসলিমিন আলী রা. কে কাফের আখ্যা দিয়ে তাঁকে নির্মমভাবে শহিদ করে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে তারা হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করতে মোটেও দ্বিধা করেনি। খারিজিগণ পবিত্র কুরআনুল কারিমের যেসব আয়াত উপস্থাপনের মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে এমন কিছু আয়াত ও হাদিসের উপর নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ)

অর্থাৎ "মুমিনদের দু-দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমালঙ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী দলের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।" (আল কুরআন, ৪৯:৯)।

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

(إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ)

অর্থাৎ "কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই; তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।" (আল কুরআন, ৬:৫৭)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)

অর্থাৎ "আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের।" (আল কুরআন, ৫:৪৪)।
খারেজিগণ কর্তৃক উপরোক্ত আয়াতসমূহ উপস্থাপনের মাধ্যমে কুরআনের অপব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত নিম্নোক্ত হাদিস থেকে জানা যায়।

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ اللهُ فِيهِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ إِيمَانٍ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} {فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} قَالَ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا قَتَلُوهُ وَإِمَّا يُعَذِّبُونَهُ حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ

তাবিয়ি নাফি রহ. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক খারিজি নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রা. এর নিকট এসে বলে, হে আবু আব্দুর রহমান, কী কারণে আপনি এক বছর হজ করেন আরেক বছর উমরা করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করেন? অথচ আপনি জানেন যে, আল্লাহ জিহাদের জন্য কী পরিমাণ উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন? তখন ইবনু উমার রা. বলেন, ভাতিজা, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় পাঁচটি বিষয়ের উপর, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমজানের সিয়াম, জাকাত ও বাইতুল্লাহর হজ। উক্ত ব্যক্তি বলে, হে আবু আব্দুর রহমান, আল্লাহ তাঁর কিতাবে কী বলেছেন তা কি আপনি শুনছেন না? তিনি বলেছেন, "মুমিনদের দু-দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর সীমালঙ্ঘন করলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।" (আল কুরআন, ৪৯:৯)। (তিনি আরো বলেছেন): "এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা না হয়।" (আল কুরআন, ২:১৯৩)। তখন ইবনু উমার বলেন, আমরা তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে তা করেছিলাম। ইসলাম দুর্বল ও স্বল্প ছিল, ফলে মুসলিম ব্যক্তি তার দীনের কারণে ফিতনাগ্রস্ত হতেন। কাফিররা তাকে হত্যা করতো অথবা তার উপর অত্যাচার করতো। যখন ইসলাম বিস্তৃত হয়ে গেল তখন তো আর ফিতনা থাকল না। (মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল, ৪/১৬৪১)।
উপরিউক্ত হাদিস থেকে জানা যায়, খারিজিনেতা ইবনু উমার রা. এর হজ্জ-উমরা পালনের ব্যাপারে কুরআনুল কারিমের দুএকটি আয়াত উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজের আপত্তির কথা তুলে ধরলে ইবনু উমার রা. বিভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করেন। তাঁর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়, শুধু ফজিলত, নির্দেশনা বা প্রেরণামূলক আয়াত ও হাদিসই কোনো ইবাদতের গুরুত্ব নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এগুলোর মধ্যে কোনটি ব্যক্তিগত, কোনটি সামষ্টিক, কোনটি রাষ্ট্রীয়, কোনটির গুরুত্ব বেশি এবং কোনটির কম এসব বিষয়ে যিনি কুরআনি নির্দেশ গ্রহণ করেছেন, তাঁর বাস্তব প্রয়োগ ও নির্দেশনা থেকেই বিস্তারিত জানা যায়। এ সকল আয়াতে যেমন কিতাবের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তেমনি অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

(مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)

অর্থাৎ "নরহত্যা অথবা দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কাজ করাহেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেনো দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল; আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেনো সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।" (আল কুরআন, ৫:৩২)।
অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কোনো একজন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার প্রতিফল জাহান্নাম, তথায় সে চিরস্থায়ী থাকবে এবং আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তার জন্য ভয়ঙ্কর আযাব প্রস্তুত করেছেন।" (আল কুরআন, ৪: ৯৩)।

শত্রু রাষ্ট্র থেকে আইনানুগ নিরাপত্তা নিয়ে মুসলিম দেশে আগত অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করলেও সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধি লাভ করতে পারবেন না বলে হাদিস শরিফে উল্লেখ করা হয়েছে। এ মর্মে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

অর্থাৎ "যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা মুসলিম দেশে অবস্থানকারী অমুসলিম দেশের কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বছরের দূরত্ব থেকে লাভ করা যায়।" (মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল, ৩/১১৫৫)|

সাহাবি জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ একবার খারিজিদের কতিপয় নেতাকে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَحُالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কাঠিন্য বা উগ্রতার পথ অবলম্বন করবে আল্লাহও কিয়ামতের দিন তার জন্য কাঠিন্যের পথ অবলম্বন করবেন। কেউ যদি কোনো মানুষের হাতের তালুতে রাখার মত সামান্য রক্তও প্রবাহিত করে (যেন মুরগী জবাই করছে) তবে সে রক্ত তার ও জান্নাতের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। (যখন সে জান্নাতের কোনো দরজার দিকে অগ্রসর হবে, তখনই ঐ রক্ত তার জান্নাতে প্রবেশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে)। কাজেই প্রত্যেকেই যেন এরূপ রক্তপাত থেকে আত্মরক্ষা করে।" (মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল, ৬/২৬১৫)|

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

অর্থাৎ "পুরুষ চোর ও নারী চোর-তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কাজের শাস্তি এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড। আল্লাহ তাআলা মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।" (আল কুরআন, ৫:৩৮)|

আবার, সশস্ত্র ডাকাতির অপরাধের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

অর্থাৎ "যারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো, তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ার জীবনে এটাই তাদের লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" (আল কুরআন, ৫:৩৩)|

অন্য এক আয়াতে ব্যাভিচারের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

অর্থাৎ "ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশত করে কষাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করায় তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" (আল কুরআন, ২৪:২)। উপরিউক্ত অপরাধসমূহের শাস্তি প্রয়োগ সংক্রান্ত ইবাদত রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। ব্যক্তিগতভাবে এগুলো প্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই। বস্তুত বিচার ব্যবস্থার সুষ্ঠু রাষ্ট্রীয় প্রয়োগের মাধ্যমেই এ ধরনের অপকর্ম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব|

ইসলামি শরিআহের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অপরাধ বা অপকর্মের পথ রুদ্ধ করা। অপরাধ বা অপকর্মের পথ খোলা রেখে অপরাধী বানিয়ে কাউকে শাস্তি দেয়া নয়। ইসলামের সুনির্ধারিত শাস্তি যেমন কঠোর তেমনি এর প্রয়োগও সুনির্দিষ্টভাবে বিধিবদ্ধ। অপরাধ আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো অপরাধ নিয়ন্ত্রণ। ইসলামেও এ আইনের উদ্দেশ্য একই। পার্থক্য শুধু শাস্তির প্রকৃতিতে। ইসলামে দৃষ্টান্তস্বরূপ সমসাময়িক কয়েকটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। বিধায় অন্য যে কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে যুগ, জাতি ও সমাজের প্রেক্ষাপটে শাস্তির প্রকৃতি নির্ধারণের দায়িত্ব পার্লামেন্ট, সরকার, বিচারক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপরই ন্যস্ত হয়। প্রকৃত সত্য হলো, 'অপরাধ নিয়ন্ত্রণ'-এর লক্ষ্য অর্জনে ইসলামি বিচার ব্যবস্থা ও ইসলামি দেওয়ানি আইন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ইসলামি অপরাধ আইনও অতীব তাৎপর্যপূর্ণ যা মানবতার সংরক্ষণে ও বর্বরতা নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ সহায়ক। অনেকে ইসলামি আইনের অনুপস্থিতিকে আইন ও বিচার ব্যবস্থার অপপ্রয়োগের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করেন। কিন্তু এ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের উগ্রতা, উচ্ছৃঙ্খলতা বা বল প্রয়োগ ইসলাম কোনোভাবেই সমর্থন করে না। এ বিষয়ে বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ অধ্যাপক ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. তাঁর 'ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ' শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "সালাত, সিয়াম ইত্যাদির দাওয়াতের ন্যায় আইন ও বিচার বিষয়ক দাওয়াতও বিনম্রতা, উত্তম আচরণ ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে হতে হবে। কোনো অবস্থাতেই সহিংসতা বা বলপ্রয়োগ মুমিনের জন্য বৈধ নয়। এর মাধ্যমে কঠিন পাপ ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। এতে নিজের মনের ক্ষোভ বা প্রতিশোধস্পৃহা পূরণ হতে পারে এবং মুমিনকে জাহান্নামে নেওয়ার ও মুসলিম সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শয়তান ও তার অনুসারীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি মুমিনের বা মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ হয় না।" (খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ২০০৯, ১৯৯-২০৩)।

এ আইন প্রয়োগের পন্থা বাতলে দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

অর্থাৎ "যখন তোমরা তোমাদের শাসক-প্রশাসকগণ থেকে এমন কিছু দেখবে যা তোমরা অপছন্দ কর, তখন তোমরা তার কর্মকে অপছন্দ করবে, কিন্তু তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না।" (মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, ৩/১৪৮১)। ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থাৎ "কেউ তার শাসক বা প্রশাসক থেকে কোনো অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। কারণ কেউ যদি জামাতের (মুসলিম সমাজ বা রাষ্ট্রের ঐক্যের) বাইরে এক বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে জাহেলি মৃত্যু বরণ করল।" (মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল, ৬/২৬১২)|

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি 'তাআত' বা 'রাষ্ট্রীয় আনুগত্য' থেকে বের হয়ে এবং জামাআত বা মুসলিম সমাজ ও জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করল সে জাহিলি মৃত্যু বরণ করল।" (মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, ৩/১৪৭৬-১৪৭৭)|

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। যার মূল ভিত্তি কুরআন-হাদিস, যাতে মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিধিবিধান বিদ্যমান। এগুলোর কোনো বিধান ব্যক্তিগতভাবে পালনীয় আবার কোনোটি রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। প্রত্যেক বিধানের ক্ষেত্রেই নির্ধারিত শর্তাবলি প্রযোজ্য। যেমন পবিত্র কুরআনে 'সালাত' প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তেমনি চোরের হাত কাটার, ব্যভিচারীকে বেত্রাঘাতের ও জিহাদ বা কিতালেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম ইবাদতটি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। তবে শেষোক্ত দুই পদ্ধতিতে পালিত না হলেও মুমিনের জন্য তা ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য পালনীয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ নির্দেশটি 'রাষ্ট্রীয়ভাবে' পালনীয়। ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে এগুলো পালনের কোনো সুযোগ নেই। এখানে লক্ষণীয় যে, কুরআন-হাদিসের পূর্ণাঙ্গ বিধান ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবন চরিতের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এসব বিধি-বিধান পালনের যথাযথ পদ্ধতি ও অনুসরণীয় নিদর্শনাবলি। আর কুরআন ও সুন্নাহের অগাধ জ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই তা অর্জন করা সম্ভব। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

(أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ)

অর্থাৎ "সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে।" (আল কুরআন, ১৭:৭৮)। এ নির্দেশের উপর নির্ভর করে যদি কেউ সূর্যাস্তের সময় সালাতে রত হয় তবে তিনি নিজে যতই দাবি করুন না কেন মূলত তা ইবাদতের মধ্যে গণ্য হয় না; বরং তা পাপ ও হারাম কর্ম বলেই পরিগণিত হয়। সুন্নাহের ভিত্তিতে সালাত আদায়ের সুনির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী সূর্যাস্তের সময় সালাত অবৈধ। সুতরাং, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষার বাইরে মনগড়াভাবে কুরআনুল কারিমের অর্থ বা ব্যাখ্যা ইবাদতের নামে নির্ঘাত পাপের মধ্যে লিপ্ত করে। অনুরূপভাবে কুরআনে কতিপয় অপরাধের জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে হত্যা, রক্তপাত ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হয়ে একে জিহাদ বলে দাবি করলে তবে তা কখনোই ইবাদত বলে গণ্য হবে না; বরং তা হবে হারাম ও কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যেমন কাউকে ভয় প্রদর্শন করে তার সম্পদ নষ্ট করা, তাকে হত্যা করা ইত্যাদি কর্ম কঠিনতম কবিরা গোনাহ, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা ছাড়া মাফ হয় না|

কুরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যার পরিণতি

জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের অন্যতম উৎস হলো, কুরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা। আর এ ধরনের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা কঠিনতম কবিরা গোনাহ। এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ "নিশ্চিতভাবে যা তোমাদের জানা আছে তা ব্যতীত আমার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করা থেকে তোমরা নিবৃত্ত থাকবে। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামকে নিজের আবাস বানিয়ে নিল। আর যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল মর্জিমত কুরআন প্রসঙ্গে কথা বলে সেও যেন জাহান্নামকে নিজের গৃহ বানিয়ে নিল।" (মুহাম্মদ ইবনু ইসা, ১০/২০৮)। অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি নিজের মত অনুযায়ী কুরআন প্রসঙ্গে কথা বলে, সে যদি সঠিকও বলে থাকে তবুও সে ভুল করল।" (মুহাম্মদ ইবনু ইসা, ১০/২০৬)|

মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী তাঁর রচিত 'উলুমুল কুরআন ও উসুলে তাফসীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "উপরিউক্ত হাদিসে প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, কুরআনুল কারিমের তাফসিরের জন্য যেসব নীতিমালা নির্ধারিত ও সর্বসম্মত, সেগুলোকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র রায়ের উপর ভিত্তি করে যে তাফসির করা হবে, তা নাজায়েজ হবে। এভাবে তাফসির করতে গিয়ে কেউ যদি কোনো সঠিক সিদ্ধান্তেও পৌঁছে, তবু সে ভুলকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা সে ভুল পথ অবলম্বন করেছে।" (মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, ২০১৩, ৩২৮)।

সুতরাং কুরআনুল কারিমের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের কাছ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত থাকা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা কোনোভাবেই ইসলামসম্মত নয়।

শিক্ষার যথাযথ প্রচার ও প্রসার সময়ের দাবি। পাশাপাশি কুরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যার ভয়াবহতা উপস্থাপনপূর্বক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা খুবই জরুরি। এতে আশা করা যায় শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক হবে।

গবেষণার ফলাফল ও করণীয়

১. কুরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে সর্ব প্রথম খারেজিরা বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। তাদের বিভ্রান্তি থেকে তাদের ও অন্যান্যদের রক্ষার জন্য সাহাবায়ে কেরাম তাদের উপস্থাপিত কুরআনুল কারিমের আয়াতগুলোর সঠিক মর্ম উপস্থাপন করেন। তাই বর্তমানেও যেসব আয়াত ও হাদিসগুলো অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টার সম্ভাবনা রয়েছে সেসব আয়াত ও হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপনের ধারা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

২. যথাযথ ইসলামি জ্ঞানের অনুপস্থিতি বিপথগামিতার পথে উদ্বুদ্ধ করে। তাই প্রকৃত ইসলামি শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা অতীব জরুরি।

৩. বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামি আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই যথাযথ পদ্ধতিতে দাওয়াতি কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার ও প্রসারে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

৪. কুরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা করা গুরুতর অপরাধ। তাই এ ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা প্রত্যেকের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

উপসংহার

ইসলাম মানুষের স্বভাবানুকূল এক সহজাত ও জীবনঘনিষ্ঠ শান্তিবাদী জীবনব্যবস্থা। যাতে হিংসা, বিদ্বেষ, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও হানাহানির কোনো স্থান নেই। ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্মে চিহ্নিত করার হীন মানসে কতিপয় দুষ্কৃতকারী মহাগ্রন্থ আল কুরআনের কিছু আয়াত ও হাদিসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চক্রান্তে লিপ্ত। তাদের এহেন ষড়যন্ত্রের জন্য কুরআন ও হাদিসের যথাযথ জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া ইসলামি শিক্ষার যথাযথ প্রচার ও প্রসার সময়ের দাবি। পাশাপাশি কুরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যার ভয়াবহতা উপস্থাপনপূর্বক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা খুবই জরুরি। এতে আশা করা যায় শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক হবে।

গ্রন্থপঞ্জি:

আল-কুরআনুল কারিম।

আবুসুফিয়ান যাকী ও ফজলুদ্দীন শিবলী, ফরহঙ্গ-এ- জাদীদ, (ঢাকা: রশিদিয়া লাইব্রেরী), ১৯৯৮।

আহমদ শরীফ, বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, (ঢাকা: গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ), তৃতীয় মুদ্রণ ২০০২।

এ, এস হর্নবাই, অক্সফোর্ড এডভান্স লার্নার্স ডিকশনারি, (অক্সফোযর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস), পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৯৫।

খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, খুতবাতুল ইসলাম, (ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স), ২০০৮।

খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, 'ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ' (ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স), ২০০৯।

দি নিউ এনসাই ক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, পঞ্চদশ সংস্করণ, ২০০৩।

মুহাম্মদ ইবনু ইসা (২৭৯ হি), আস-সুনান, (বৈরুত: দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি) ; (দেওবন্দ: কুতুবখানা রশীদিয়া, তা. বি.)।

মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, (২৫৬ হি.), আস সহীহ, (বৈরুত: দারু কাসির, ইয়ামাহ), দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৭।

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি), আস-সহীহ, (কায়রো, মিশর দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়া) ; (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.)।

মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, অনু: মুফতী মুহাম্মদ ওমর ফারুক, উলুমুল কুরআন ও উসুলে তাফসীর, (ঢাকা: আশরাফিয়া বুক হাউস), ২০১৩।

মুহাম্মদ আবদুর রহীম, শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, (ঢাকা: থায়রুন প্রকাশনী), ২০০০।

শ্রী শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাংলা-ইংরেজি অভিধান, (কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ), ১৯৭৯।

Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation.